দৈঃ জনকণ্ঠ

তারিখ 24 JUL 1996
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

7

সেট কোড সংক্রান্ত জটিলতা

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল নিয়ে ভুল-ভ্রান্তি ও অনিয়ম এখন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মতো বাংলাদেশের নিয়মিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সাম্প্রতিকতম যে সঙ্কটটি দেখা দিয়েছে তা হলো সেট কোড পূরণে ভুলের জন্য বেশ কিছু পরীক্ষার্থীর ফল বিপর্যয়। এরা পরীক্ষা ঠিকই দিয়েছে কিন্তু জটিল প্রক্রিয়ার সেট কোড পূরণ করতে গিয়ে অসাবধানবশত ভুল করে ফেলায় তারা পরীক্ষায় অকৃতকার্য বলে বিবেচিত হয়েছে। এদের মধ্যে অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রীও রয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে সেট কোডে ভুলের জন্য অকৃতকার্য পরীক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকরা বিভিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এবং সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা চালাচ্ছে। দেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এ সম্পর্কিত সংবাদ, সচিত্র প্রতিবেদন, নিবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিশ্চুপ ছিল, শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকে নির্দেশ দিতে হলো সমস্যা সমাধানের। যেহেতু শীর্ষ পর্যায় থেকে নির্দেশ এসেছে সেহেতু আশা করা যায় উপস্থিত সমস্যার সমাধান হবে কিন্তু স্থায়ী সমাধান হবে কিনা সন্দেহ আছে। উপরন্তু কতদিনে সমস্যা মিটবে সেটাও একটা প্রশ্ন।

গত ২১ জুলাই প্রেসক্লাবের সম্মুখে এ ধরনের হতভাগ্য ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকদের এক যৌথ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক সচিত্র প্রতিবেদনে এ সমাবেশকে "শোক সমাবেশ" বলে মন্তব্য করা হয়েছিল। ঐ সমাবেশ সম্পর্কে এ মন্তব্যকে অনেকাংশেই যথার্থ বলে মনে হয়। কারণ মাধ্যমিক পরীক্ষা হচ্ছে তরুণদের উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশের প্রথম সোপান। এখানে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে, শোকাহত হওয়া ছাড়া কোমলমতি কিশোর-কিশোরীদের কিছুই করণীয় থাকে না। ২২ জুলাইতেও দেখা গেছে এ সব ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করতে। অথচ এ বয়সী ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকদের সেখানে থাকার কথা নয় কিন্তু পরিস্থিতির জটিলতা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নীরবতা তাদেরকে বাধ্য করেছে প্রচণ্ড গরম উপেক্ষা করে রাজপথে অবস্থান নিতে। নিশ্চয়ই তাঁরা সন্ত্রাস করতে নামেননি, কোন রাজনৈতিক অভিসন্ধিও তাঁদের নেই।

পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ভাষ্য মোতাবেক অভিভাবকরা বলেছেন, সেট কোডে ভুলের জন্য শুধু কোমলমতি ছেলেমেয়েরা দায়ী নয়, বোর্ড কর্তৃপক্ষ ও পরীক্ষার হল পরিদর্শকরাও দায়ী। কারণ হিসাবে তাঁরা বলেছেন, বোর্ড কর্তৃপক্ষ সেট কোডের রেকর্ড সংরক্ষণ করলে এবং কক্ষ পরিদর্শকরা খাতা চেক করলে এ ভুল এড়ানো সম্ভব হতো।

বিষয়টিকে যৌক্তিক বিবেচনায় আনলে দেখা যাবে অল্প বয়সী পরীক্ষার্থীরা যেমন ভুল করেছে-তেমনি বোর্ড কর্তৃপক্ষ এবং হল পরিদর্শকরা তাঁদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেননি। এ কথা তো অবশ্যই সকলে স্বীকার করবেন যে, সেট কোড পূরণের পদ্ধতিটা অত্যন্ত জটিল। আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির মানের সঙ্গে এই অপেক্ষাকৃত উন্নত সেট কোড পূরণ প্রক্রিয়া সামঞ্জস্যহীন। শুধু একদেশদর্শীভাবে উন্নত প্রযুক্তি ও পদ্ধতিতে পরীক্ষার ফল প্রকাশের নিমিত্ত এই ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়েছে। কিন্তু প্রথম থেকেই দেখা যাচ্ছে, এই পদ্ধতিটা নিয়ে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এর আগে ১৯৯৫ সালেও দেখা গেছে ৫৪ হাজার ছাত্রছাত্রীকে বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলতে। সে সময় প্রশ্নপত্রের ভুল শোধরাতে গিয়ে কম্পিউটারকে দিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল করিয়ে ইংরেজী ২য় পত্রে সকলকে গড়ে ৩৮ নম্বর দিয়ে চরম অনিয়ম করিয়ে নেয়া হয়েছিল। শুধু ঐ একটি উদাহরণই নয়, মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ হলেই দেখা যায় কোন না কোন অনিয়ম আছেই। কিন্তু সবচাইতে দুঃখজনক, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের নামে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের উন্নয়নের পথ রুদ্ধ করে দেয়া কিংবা ব্যাঘাত সৃষ্টি করা। তাদের এবং তাদের শান্তিপ্রিয় অভিভাবকদের রাস্তায় নামতে বাধ্য করা। উপর্যুপরি কয়েকটি ঘটনার পর এখন দেখা যাচ্ছে অদক্ষ ও দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকদের হাতে কম্পিউটার পড়ে এই আধুনিক প্রযুক্তিটিকেও বিতর্কিত করে তোলা হচ্ছে। এমনকি এ সব দায়িত্বজ্ঞানহীন লোক কম্পিউটারকে দিয়ে পর্যন্ত অনিয়ম করিয়ে নিয়েছে এবং এটা প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই করা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা এতকিছু করেছেন অথচ পরীক্ষার এই সেট কোড পূরণ পদ্ধতিটাকে সহজ করতে পারেননি। অনেক শিক্ষকও সম্ভবত বিষয়টা ভালভাবে বোঝেন না কিংবা পরীক্ষার্থীদের যাঁরা বোঝান তাঁরা সঠিকভাবে বোঝাতে পারেন না। টেলিভিশনে এ সম্পর্কিত অনুষ্ঠান প্রচারিত হতে দেখা যায় পরীক্ষার আগে কিন্তু যাঁরা বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন তাঁরা বিষয়টি সম্বন্ধে পরীক্ষার্থীদের যত ভয় দেখান, ততটা পরিষ্কারভাবে শুদ্ধ উচ্চারণে বিষয়টা বোঝান না। উপরন্তু পরীক্ষার সময় বিষয় নিয়ে ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে, এই জটিল সেট কোড পূরণটা একটা বাড়তি চাপে পরিণত হয়েছে পরীক্ষার্থীদের জন্য।

নিশ্চয়ই উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের বিরোধী কেউ নয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কম্পিউটারের মতো উন্নত প্রযুক্তি উন্নত মানুষেরা ব্যবহার করছে কিনা? এ প্রশ্নের সহজ ও প্রামাণ্য উত্তর হলো, সে উন্নত মানুষ তো নয়ই— দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষেরাই বরং প্রযুক্তিটা ব্যবহার করছে। উপরন্তু কোমলমতি কিশোর-কিশোরীদের গিনিপিগের মতো ব্যবহার করা হচ্ছে এর প্রয়োগ ক্ষেত্রে। পরীক্ষার ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে যে অনিয়ম আগে বা সাম্প্রতিককালে ঘটেছে তা কোনমতেই গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্যই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং সরকারকে সাম্প্রতিক এই সেট কোড বিপর্যয় ও এই ফল প্রকাশ সম্পর্কিত সকল অনিয়মকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে হবে এবং এর স্থায়ী প্রতিবিধানে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।